পাক্ষিক

আহ্‌মদী

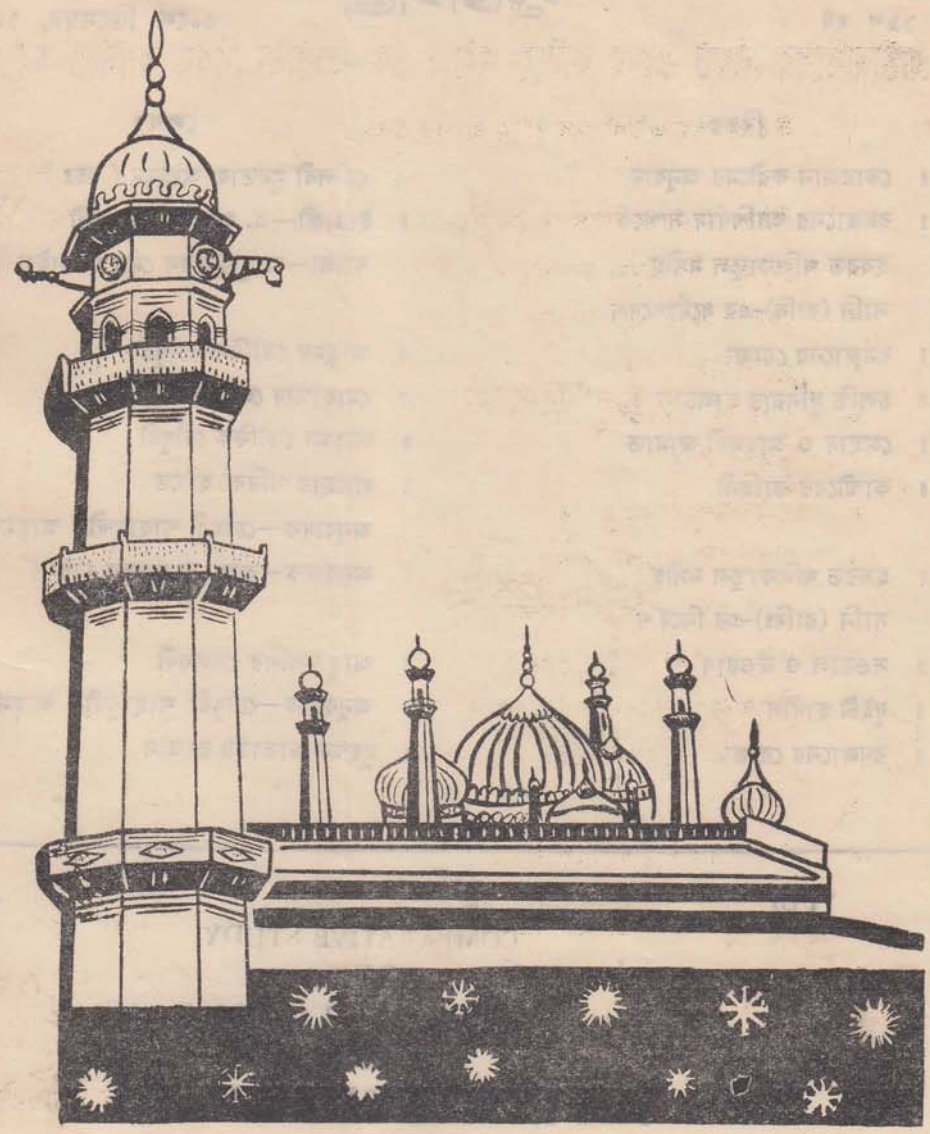

সম্পাদক :—এ. এইচ. মুহাম্মদ আলী আন্‌ওয়ার।

বার্ষিক চাঁদা
পাক-ভারত—৫ টাকা

১৬শ সংখ্যা
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫

বার্ষিক চাঁদা
অন্যান্য দেশে ১২ শিঃ

আহ্‌মদী
১৯শ বর্ষ

সূচীপত্র

১৬শ সংখ্যা
৩০শে ডিসেম্বর, ১৯৬৫ ইসাব্দ

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা
॥ কোরআন করীমের অনুবাদ	॥ মৌলবী মুমতাজ আহমদ (রহঃ)	॥ ৩২৯
॥ রমজানের আশির্বাদ সম্পর্কে হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রাযি)-এর ধর্মোপদেশ	॥ ইংরাজী—এ. আর. খাঁ বাঙালী বাংলা—আবু আরেফ মোঃ ইসরাইল	॥ ৩৩১
॥ রমজানের রোজা	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৩৩৩
॥ চলতি দুনিয়ার হালচাল	॥ মোহাম্মাদ মোস্তফা আলী	॥ ৩৩৬
॥ জেহাদ ও আহ্‌মদী জামাত	॥ আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী	॥ ৩৩৭
॥ কাশ্মীরের কাহিনী	॥ লাহোর পত্রিকা হইতে অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ	॥ ৩৩৮
॥ হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানি (রাযিঃ)-এর নির্দেশ	॥ অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ	॥ ৩৪০
॥ সওয়াল ও জওয়াব	॥ আবু তবশির সেলবর্ষী	॥ ৩৪১
॥ দুইটী হাদীস	॥ অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দীন আহ্‌মদ	॥ ৩৪২
॥ রমজানের রোজা	॥ মুহম্মদ আতাউর রহমান	॥ ৩৪৩

For
COMPARATIVE STUDY
OF
WORLD RELIGIONS
Best Monthly
THE REVIEW OF RELIGIONS
Published from
RABWAH (West Pakistan)

بسم الله الرحمن الرحيم

حمده و نصلی علی رسوله الکریم

و علی عبده المسیح الموعود

পাক্ষিক

আহ্‌মদী

নব পর্যায় : ১৯শ বর্ষ : ৩০শে ডিসেম্বর : ১৯৬৫ সন : ১৬শ সংখ্যা

॥ কোরআন করীমের অনুবাদ ॥

মৌলবী মুমতাজ আহ্‌মদ সাহেব (রহঃ)

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

সুরাহ্‌ আ'রাফ

১০ম রুকু

৮৬। এবং (আমরা) মদয়ানবাসীদের নিকট তাহাদের ভাই শোয়াইবকে (নবী করিয়া পাঠাইয়াছিলাম)। সে বলিল : হে আমার জাতি তোমরা (একমাত্র) আল্লার এবাদত কর, তিনি ব্যতীত তোমাদের অন্য কোন উপাস্য নাই। নিশ্চয় তোমাদের নিকট তোমাদের প্রভুর সকাশ হইতে উজ্জ্বল প্রমাণ আগমণ করিয়াছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পরিপূর্ণ করিও এবং লোকের জিনিসে

পরিমাপ কম করিও না এবং পৃথিবীতে সংস্কার সাধিত হওয়ার পর বিপর্যয়ের সৃষ্টি করিও না। ইহাই তোমাদের জন্য অধিকতর উত্তম, যদি তোমরা মুমিন হও।

৮৭॥ এবং যাহারা আল্লার উপর বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছে তাহাদিগকে ভয় দেখাইতে এবং আল্লার পথ হইতে বিরত রাখিতে এবং উহাতে বক্রতা অন্বেষণ করিতে তোমরা পথে পথে আড্ডা করিও না। এবং সেই কথা স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যালঘিষ্ঠ ছিলে, অতঃপর আল্লাহ্ তোমাদিগকে সংখ্যাগরিষ্ট করিয়াছিলেন এবং চিন্তা করিয়া দেখ (তোমাদের পূর্ববর্ত্তী) উপদ্রবকারীদের পরিণাম কিরূপ ভীষণ হইয়াছিল।

৮৮॥ যদি তোমাদের একদল, আমি যে, পয়গাম সহ প্রেরিত হইয়াছি উহাতে বিশ্বাস স্থাপন করিয়া থাকে এবং অন্যদল ঈমান না আনিয়া থাকে তাহা হইলে ধৈর্য্য ধারণ কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ্ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করিয়া দেন। এবং তিনি সর্বোত্তম মীমাংসাকারী। (ক্রমশঃ)

★

আঁ-হযরত (সাঃ)-এর পর কেয়ামত পর্যন্ত একমাত্র 'সিরাতে সিদ্দিকী' বা 'ফানা ফির রসুলের' পথ ব্যতীত নবুয়ত প্রাপ্তির অন্য যাবতীয় পথ রুদ্ধ হইয়াছে। এই পথের অনুসরণকারী ব্যতীত কেহই ভবিষ্যতের সংবাদ দিতে পারিবে না।
—হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

* * * *

যে খোদা আমাকে পাঠাইয়াছেন এবং যাঁহার প্রতি মিথ্যা আরোপ করা মহাপাপীর কাজ, আমি তাহার শপথ করিয়া বলিতেছি, তিনি আমাকে মসীহ্ মাওউদ রূপে পাঠাইয়াছেন। — হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)

* * * *

তোমরা তাঁহাকে [হযরত মোহাম্মাদ (সাঃ)] খাতামান্নবিঈন বল, তাহার পরে নবী নাই এই কথা বলিও না। - হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রাজিঃ)

* * * *

রসুলুল্লাহ্ (সাঃ)-এর ব্যক্তিত্বে যে নবুয়তের পরিসমাপ্তি হইয়াছে, তাহা শরীয়ত-ধারী নবুয়ত বৈ অন্য নবুয়ত নহে। নবুয়তের পদ প্রাপ্তির পরিসমাপ্তি ঘটে নাই। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর শরীয়তকে রহিত করিবার জন্য বা উহাতে নূতন বিধান সংযুক্ত করিবার জন্য কোন নবী আসিবেন না। আঁ-হযরত (সাঃ)-এর বিরোধী শরীয়ত সহ কোন নবী আসিবেন না। যিনি আসিবেন তাঁহার শরীয়তের অধীন হইবেন। - হযরত মহীউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ)

* * * *

নিশ্চয় সাধারণ নবুওত উঠিয়া যায় নাই, কেবল এই রকম নবুওত উঠিয়াছে, যাহা নূতন শরিয়ত নিয়া আসে। —ইমাম শায়রানী (রহঃ)

* * * *

রমজানের আশিস্বাদ সম্পর্কে

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সানি (রাযিঃ)-এর ধর্মোপদেশ

এ. আর. খান বাঙালী
কর্তৃক পরিবর্তিত ও ইংরাজীতে অনুদিত।

আবু আরেফ মোহাম্মাদ ইসরাইল
কর্তৃক বাঙলায় অনুদিত।

পবিত্র রমজান মাস উহাদের জন্য আসে এবং স্বর্গীয় অনুগ্রহ ও করুণার দ্বার খুলিয়া ধরে যাহারা উহা লাভ করিবার জন্য চেষ্টা করে। গ্রহণ করিবার ক্ষমতানুসারে প্রত্যেকেই ইহার দ্বারা অনুগৃহিত হইয়া থাকে। অন্যকথায় একমাত্র তাহারাই এই মাসে উপকৃত হয় যাহারা অনুগৃহীত হইতে ও ফললাভ করিতে চাহে। কিন্তু যাহারা অবহেলাকারী তাহারা কোন উপকারই লাভ করিতে পারে না। মাস, দিন, মানুষ, আল্লাহ্‌র বাণী এবং বিজ্ঞানে অনেক আশিস রহিয়াছে, কিন্তু উহা একমাত্র তাঁহাদের জন্য যাহারা উহার জন্য নিজেদিগকে উপযুক্ত করে। আল্লার নবীগণ আশিস স্বরূপ, কিন্তু যাহারা তাঁহাদিগকে গ্রহণ করে মাত্র তাহাদের জন্যই। নবী করীম (সাঃ) মানব জাতির জন্য আশীর্বাদ ও অনুগ্রহ স্বরূপ, কিন্তু যাহারা তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছে, একমাত্র তাহারাই এই আশিসের ভাগী হইয়াছে। এই যুগে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ) আল্লার নিকট হইতে ঐ সকল ব্যক্তিদের জন্য আশিস ও অনুগ্রহ আনিয়াছেন যাহারা তাহাদের হৃদয় তাঁহাকে গ্রহণ করিতে উন্মুক্ত করিয়াছে। সংক্ষেপে বলিতে গেলে একমাত্র তাহারাই উক্ত আশীর্বাদ লাভ করিতে পারে যাহারা উহা লাভ করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টিত হয়।

সুতরাং তোমারা যদি এই আশীসপূর্ণ মাস দ্বারা উপকৃত হইতে চাও তাহা হইলে আলস্য ও অবহেলা পরিত্যাগ কর এবং নিজেদের মধ্যে পরিবর্তন আনয়ন করার জন্য বিশেষ যত্নের সহিত চেষ্টা কর, কারণ হৃদয়ের পবিত্রতা ও পরিবর্তন ব্যতিরেকে কোন আশিস লাভ করা যায় না। তোমরা আল্লার অসংখ্য নিদর্শন দেখিয়াছ। একবার নয়, দুইবার নয় বরং বহুবার তোমরা তাঁহার গৌরবময় গুণ ও বাণীর প্রকাশ দেখিয়াছ। সুতরাং তাঁহার নিদর্শণের মূল্য দাও এবং বিনম্র ও বিণয়ের সহিত সেজদা করিয়া তাঁহাকে ডাক। তিনি তোমার প্রার্থনার উত্তর দিবেন এবং বিপদ ও দুঃখ দুর করিয়া সফলতা দান করিবেন। তাঁহার সহিত দৃঢ় সম্বন্ধ স্থাপিত কর যেন তাঁহার ক্ষমা ও আশ্রয় তোমাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। সমূলে অলসতা বিদুরীত কর যেন তিনি তোমাদিগকে অনুগৃহীত করিতে পারেন। জাগতিক অভিশাপকে গ্রাহ্য করিও না; যদি তোমরা সত্য সত্য খাঁটি হও তাহা হইলে জাগতিক অভিশাপ তোমাদিগকে পীড়া দিতে পারিবে না। অপর পক্ষে তোমরা যদি মন্দ হও তাহা হইলে জাগতিক প্রশংসা তোমাদের কোন মঙ্গল করিবে না। জাগতিক অভিশাপ আল্লাহ্‌র প্রেমিকদিগকে প্রতাবান্বিত করিতে পারে না। একমাত্র ঐ সকল ব্যক্তি মানুষের মন্তব্য ও

অভিশাপে মুশড়াইয়া পড়ে যাহারা খোদা হইতে দূরে রহিয়াছে।

সুতরাং মানুষের মন্তব্য গ্রাহ্য না করিয়া আল্লার দৃষ্টিতে ভাল হইবার জন্য চেষ্টা কর। তিনি যদি তোমার উপর সন্তুষ্ট থাকেন, তাহা হইলে কাহাকেও তোমার ভয় নাই। সমস্ত প্রকার ভণ্ডামি হইতে নিজদিগকে পবিত্র কর এবং অকপট হও। পবিত্রতা ও অকপটতা ব্যতীত তোমরা আল্লাহ্‌কে সন্তুষ্ট করিতে পারিবে না। ভালবাসা ও অকপটতা পোষণ কর যেন তোমরা তাঁহার প্রিয়জন বলিয়া বিবেচিত হও।

॥ ২ ॥

আশিসযুক্ত রমজান মাসেই পবিত্র কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল। সুতরাং স্বর্গীয় নির্দেশানুসারে এই মাস পালন করা এবং ইহার সম্মান করা আমাদের উচিত। কতকগুলি কর্তব্য ও নৈতিক দায়িত্ব রহিয়াছে, সেগুলি যদিও অবশ্য করণীয় তবুও উহা বিশেষ উপলক্ষে অতি সতর্কতার সহিত পালিত হয়। যেমন মাতা-পিতার প্রতি ভালবাসা ও সম্মান প্রদর্শন যদিও সন্তানের জন্য সর্বদা অবশ্য করণীয় তবুও তাহাদের উপস্থিতিতে যেরূপ ভাবে এবং যে পরিমাণে প্রদর্শন করা হয়, অগোচরে সেরূপ করা হয় না। যদিও মাতাপিতার জন্য ভালবাসা ও সম্মান সন্তানের হৃদয়ে সর্বদা বর্তমান থাকে, তথাপি ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই যে, মাতাপিতার উপস্থিতিতে এই ভালবাসা ও সম্মান তীব্রতর রূপ পরিগ্রহ করে।

আল্লাহ্‌র সহিত আমাদের সম্বন্ধ ঠিক তদ্রূপ। তাঁহার আদেশ পালন করা অবশ্য করণীয়, কিন্তু বিশেষ কতকগুলি উপলক্ষে তিনি মানুষের অতি নিকটবর্তী হোন, যেমন মাতাপিতা তাহার সন্তানের নিকটবর্তী হয়। সন্তান যদ্রূপ তাহার মাতাপিতার উপস্থিতিতে তাহাদিগকে বেশী সম্মান ও ভালবাসা প্রদর্শন করে তদ্রূপ আল্লাহ্‌ যখন আমাদের নিকটবর্তী হোন বলিয়া আমরা মনে করিব তখন কি আমাদের উচিত হইবে না যে, তাঁহার আজ্ঞানুবর্তিতা বেশী করিয়া করা। নিশ্চয়, আমরা আল্লাহ্‌কে আমাদের এই চর্মচক্ষু দ্বারা দেখিতে পাই না; কিন্তু আমরা তাঁহাকে আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষুদ্বারা দেখিতে পাই। বাস্তবিকই যদি আমরা তাঁহাকে আমাদের আধ্যাত্মিক চক্ষুদ্বারা দেখিতে না পাই, তবুও তাঁহার জন্য আমাদের ঐ অনুভূতি রাখা উচিত যাহা তাঁহার আধ্যাত্মিক দর্শন দ্বারা সৃষ্টি হয়। একটি অন্ধ শিশু তাহার মাতাপিতাকে দেখিতে পায় না, তবুও যখন যে তাঁহাদের স্বর শুনিতে পায় বা কেহ যখন তাঁহাকে বলে যে, তাঁহার মাতাপিতা তাহার পার্শ্বে রহিয়াছে তখন সে ঐ রকম ভালবাসার আবেগ অনুভব করে যেমন অন্যেরা তাহাদের মাতাপিতাকে দর্শন করিয়া লাভ করে। তদ্রূপ যাহারা আধ্যাত্মিক দর্শন দ্বারা অনুগৃহীত হয় নাই তাহারা অপরের নিকট হইতে আল্লাহ্‌র বিষয়ে জানিতে পারে যাহারা তাঁহাকে দর্শন করিয়াছে।

সংক্ষেপে বলিতে গেলে বলিতে হয়, যদি কোন লোক কণা মাত্র বিশ্বাস পোষণ করে তাহা হইলে সে রমজান মাসে তাহাদের ন্যায় মানসিক ভাবের অধিকারী হইবে যাহারা তাহাদের আধ্যাত্মিক চক্ষু দ্বারা আল্লাহ্‌কে দেখিতে পায়। সুতরাং রমজান মাসের দিনগুলিতে একজন মানুষের উচিত যেন সে আল্লাহ্‌র নীতি ও নির্দেশ মানিয়া চলে এবং আল্লার প্রতি অধিকতর আনুগত্যের প্রকাশ দেখায়।

স্মরণ রাখিবে যে, ক্ষুধার্ত থাকা রোজা রাখার উদ্দেশ্য নহে। বরং নিজের মধ্যে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক পরিবর্তন আনাই ইহার উদ্দেশ্য। বৃহত্তর আত্মত্যাগের স্পৃহা ব্যতীত খাদ্য ও পানীয় হইতে দূরে থাকা অর্থ-হীন। ইহা প্রমাণ করে যে, যিনি ন্যায্য খাদ্য, পানীয় ও যৌন সম্বন্ধ হইতে দূরে থাকেন তিনি আল্লার জন্য তাহার সকল আইন-সঙ্গত অধিকার ত্যাগ করিতে

প্রস্তুত আছেন। রোজা পালন করার পর যদি আমরা আত্মত্যাগের জন্য প্রস্তুত হইতে না পারি তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, আমরা রোজা রাখিয়া কিছুই লাভ করি নাই। একজন সাধারণ বিশ্বাসী তাহার বিশ্বাসে অপরিবর্তনীয় এবং ইসলামী অনুশাসন পালনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ থাকিবে। সুতরাং রোজা রাখিবার পর একজন বিশ্বাসীর উচিত হইবে যেন সে তাহার বিশ্বাসে স্থির থাকে এবং অধিকতর দৃঢ়তার সহিত আমল করে এবং ধর্মীয় অনুশাসন পালনে যেন ক্লান্তি অনুভব না করে। অতএব আমি সম্প্রদায়ের সদস্যদিগকে উপদেশ দিতেছি যেন তাহারা এই পবিত্র মাস হইতে আশিসসমূহ লাভ করে এবং প্রকৃত বিশ্বাসী হইতে চেষ্টা করে। এমন অনেক লোক আছে যাহারা কিছু কাজ এবং কিছু আত্মত্যাগ করিয়া পরে অলস হইয়া পড়ে; কিন্তু যাহারা প্রকৃত বিশ্বাসী তাহারা কখনও অলস হইতে পারে না; তাহাদের চরিত্র অধিকতর মন্দ হইতে পারে না। অতএব আমি আমার বন্ধুদিগকে উপদেশ দিতেছি, যেন তাহারা সর্বপ্রকার অলসতা পরিহার করে এবং প্রমাণ করে যে, তাহারা প্রকৃতই বিশ্বাসী। আমীন।

[The Review of Religions;
March, 1965]

।। রমজানের রোজা ।।

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী

বসন্তের ন্যায় প্রতি বৎসর মুমেনের রুহানী বাগানে আসে মাহে রমজান। রমজান হিজরী চান্দ্র বৎসরের নবম মাস। ইছলামের আবির্ভাবের পূর্বে এই মাসের নাম ছিল 'নাতক'। রমজান, 'রামাজা' ধাতু হইতে উৎপন্ন। ইহার অর্থ, উত্তপ্ত, গরম। শীত ঋতুর পর বসন্তের তপ্ত হাওয়া বৃক্ষ লতায় জাগায় যেরূপ নূতন স্পন্দন, ঠিক সেইরূপ সুদীর্ঘ এগার মাস পর রমজানের আগমনে মুমেনের জীবনে আসে নব চেতন। রোজার সাধনায় শৈত্য ভাব দূর হইয়া নবতেজে সাধক মুসলীমের পুনরায় যাত্রা হয় শুরু।

রোজার আরবী নাম 'সিয়াম'। ইহা 'সওম' ধাতু হইতে উৎপন্ন। অর্থ, বিরত থাকা এবং নীরব থাকা। ধৈর্য্য এবং সংযম অর্থেও ইহা ব্যবহার করা যায়। হিজরতের দ্বিতীয় বৎসরে সর্ব প্রথম রোজার হুকুম অবতীর্ণ হয়। পবিত্র কোরআনে রোজার প্রথম আদেশ নিম্নরূপে দেওয়া হইয়াছে। যথা,

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ *

অর্থাৎ, 'হে মুমেনগণ! তোমাদের উপর রোজা ফরজ করা হইল, যদ্রূপ তোমাদের পূর্ববর্তীদের উপর ফরজ করা হইয়াছিল, যাহাতে তোমরা মুত্তাকী হইতে পার।'—(বকর ২৩ রুঃ)। এই আয়াতের প্রথম অংশে দেখা যায় যে, আমাদের জন্য যেরূপ রোজা ফরজ করা হইয়াছে সেইরূপ পূর্ববর্তী নবীদের উম্মতের জন্যও রোজাকে ফরজ করা হইয়াছিল। কোরআনের আলোতে সমস্ত ধর্মগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখিতে

পাই যে, ঐসকল ধর্মে বিভিন্নরূপে রোজার ব্যবস্থা এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। হিন্দু ধর্মে প্রতি মাসে উপবাস ব্রতের ব্যবস্থা রহিয়াছে। ইহুদীদের মধ্যে চল্লিশার রোজা পালন করা ফরজ। ইহা তাহাদের সপ্তম মাস তশরিকের দশ তারিখে হইয়া থাকে। ইহা ঐদিন যাহা ইসলামী মাস মুহররমের দশ তারিখ। জাহেলিয়াতের যুগে আরবের লোকেরাও আশুরা বা মুহররমের দশ তারিখে রোজা রাখিত।—(বোখারী, ১ম খণ্ড, কিতাবুছ ছওম দ্রষ্টব্য)। তওরাতে রোজার আদেশ যাত্রা, ৩৪:২৮ পদে এবং ইঞ্জিল কিতাবে রোজার হুকুম মথি, ৪:২ পদে দেওয়া হইয়াছে। Encyclopaedia Britenica-এর মতেও পৃথিবীর সকল ধর্মেই রোজার বিধান রহিয়াছে। এনসাইক্লোপিডিয়ার লেখক বলেন, It would be difficult to name any religions system of any description in Which it is Wholly unrecognised. (VOL. 10. Fasting শব্দ দ্রষ্টব্য)।

আয়াতের শেষ অংশে বলা হইয়াছে যে, এই রোজা পালনের ফলে মুমিনগণ মুত্তাকী হইতে পারিবে। তাত্তাকুন শব্দ 'ইত্তেকা' হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। ইহার অর্থ, ঢাল হওয়া, মুক্তির কারণ হওয়া। অর্থাৎ রোজা মানুষকে পাপ এবং মন্দ হইতে ঢালের ন্যায় রক্ষা করে এবং মুক্তির পথকে সুগম করে। পবিত্র কোরআনে ইহার পর বর্ণিত হইয়াছে, 'ইহা কতিপয় গণিত দিবস (অর্থাৎ ৩০ বা ২৯ দিন)। অতঃপর তোমাদের মধ্যে যাহারা পীড়িত অথবা মুসাফির থাক তাহারা অন্য সময়ে গণনা পূর্ণ করিবে। আর ঐ সকল লোক যাহারা রোজা রাখিবার শক্তি না রাখে তাহারা একজন মিসকিনকে (এক এক রোজার পরিবর্তে এক এক দিন) খাদ্য দিবে। ইহার পর যদি কেহ ইচ্ছা করিয়া অধিক নেকী করে (অর্থাৎ ফিদিয়া দেওয়ার পরেও রোজা রাখে) তাহা হইলে উহা তাহার জন্য উত্তম, আর তোমাদের জন্য (ঐরূপ) রোজা রাখাই অতি উত্তম, অবশ্য যদি তোমরা বুঝ। রমজানের মাস, ইহাতে (প্রথম) কোরআন অবতীর্ণ হইয়াছিল, যাহা মানবের জন্য হেদায়াত এবং পথ প্রদর্শনের জন্য আলো এবং সত্য ও মিথ্যার মধ্যে পার্থক্যকারী। অতএব, যাহারা এই মাস পায়, তাহারা ইহার রোজা রাখিবে, আর যাহারা অসুস্থ ও সফরে থাকে তাহাদের জন্য অন্য সময়ে (অর্থাৎ সুস্থ হইলে এবং সফর শেষ হইলে) গণনা (করিয়া রোজা) পূর্ণ করা। আল্লাহ্‌ তোমাদের জন্য সহজ চাহেন, তিনি সংকীর্ণতা চাহেন না, যাহাতে তোমরা গণনা পূর্ণ করিতে পার। আর ইহার জন্য আল্লার গৌরব ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর, কেননা তিনি তোমাদিগকে হেদায়াত দান করিয়াছেন।" ইহার পর রোজার সময় কাল সম্বন্ধে পাক কালামে বলা হইয়াছে, "ভোর প্রকাশিত হওয়ার পূর্ব পর্য্যন্ত খাও ও পান কর, অতঃপর রাত (আগমন অর্থাৎ সূর্য্যাস্ত) পর্য্যন্ত রোজাব্রত পূর্ণ কর।"—(বকর ২৩ রুঃ)। অর্থাৎ ভোর প্রকাশিত হওয়ার পূর্বক্ষণ হইতে সূর্য্যাস্ত কাল পর্য্যন্ত সকল প্রকার জৈবক্ষুধা সম্বরণ করিয়া থাকাই কোরআনের নির্দেশ।

রোজা সম্বন্ধে কতিপয় হাদিস:

১। আল্লা বলিয়াছেন, রোজা আমার জন্য আর আমিই ইহার প্রতিফল।.....রোজাদারের মুখের গন্ধ মেশ্‌কের সুগন্ধ হইতেও আল্লার নিকট উত্তম। রোজা ঢাল স্বরূপ। যখন তোমাদের কাহারও নিকট রোজার দিন উপস্থিত হয়, সে যেন মন্দ কথা না বলে, এবং উচ্চঃস্বরে চীৎকার না করে। যদি তাহাকে কেহ তিরস্কার করে, সে যেন বলে, আমি রোজাদার।

(বোখারী, মুসলেম)।

২। যে মিথ্যা কথা এবং তদনুযায়ী কার্য্য করা হইতে বিরত না হয়, তাহার খাদ্য ও পানীয় ত্যাগ করার ভিতর আল্লার কোনই প্রয়োজন নাই।

(বোখারী)।

৩। যদি রোজা থাকা অবস্থায় ভুলে কেহ খায় বা পান করে, তবে সে যেন রোজা পূর্ণ করে, কেননা আল্লা তাহাকে খাওয়াইয়াছেন ও পান করাইয়াছেন। (বোখারী, মুসলেম)।

৪। রছুল করীম (সাঃ) রোজার অবস্থায় শিঙ্গা লইয়াছিলেন। (বোখারী ও মুসলেম)।

৫। যে কারণ ব্যতীত রমজানের একটি রোজাও ভাঙ্গে, সারাজীবন রোজা রাখিলেও তাহার কাফফারা হইবে না। (তিরমিজী, আবু দাউদ)।

৬। নিশ্চয় আল্লাহ্ মুছাফের হইতে অর্ধেক নামাজ এবং মুছাফের, স্তন্যদানকারী ও গর্ভবতী স্ত্রীলোক হইতে রোজা বাদ দিয়াছেন। (আবু দাউদ, তিরমিজী, নিছায়ী, ইবনে মাজা)।

৭। ছফরে যে রোজা রাখে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় যে আবাসে রোজা রাখে না। —(ইবনে মাজা)।

৮। আমাদের এবং কিতাব প্রাপ্তদের রোজার মধ্যে পার্থক্য হইল সেহ্‌রী খাওয়া। —(মুসলেম)।

৯। আঁ-হযরতের (সাঃ) সেহ্‌রী খাওয়া এবং ফজরের নামাজের মধ্যে পঞ্চাশ আয়াত পাঠ করিতে যে সময় লাগে ততখানি ব্যবধান ছিল। —(বোখারী, মুসলেম, তিরমিজী, ইবনেমাজা, নেছায়ী)।

১০। আল্লাহ্ বলেন, আমার নিকট সেই বান্দাই উত্তম যে দ্রুত ইফতার করে। —(তিরমিজী)।

১১। রছুল করীম (সাঃ) ইফতারের সময় এই দোয়া পাঠ করিতেন, "আল্লাহুম্মা লাকা ছুমতু ওয়া আলা রিজকিকা ইফতারতু।" অর্থাৎ 'হে আল্লা! তোমার জন্যই রোজা রাখিয়াছি এবং তোমার দেওয়া রিজ্‌ক দ্বারা ইফতার করিতেছি।'—(আবু দাউদ)।

১২। আঁ-হযরত (সাঃ) বমি করিয়া রোজা ভাঙ্গিয়া ছিলেন। —(আবু দাউদ)

১৩। রমজানের শেষ দশ রাত্রির ভিতর যে কোন বেজোড় রাত্রে কদরের রাত্রির তালাশ কর।—(বোখারী)

১৪। আঁ-হযরত (সাঃ) রমজানের শেষ দশ রাত্রিতে এতেকাফ করিতেন। —(বোখারী, মুসলেম)।

১৫। শীতকালে রোজা রাখাতে বিশেষ পুরস্কার আছে। —(তিরমিজী)।

আল্লাতা'লা আমাদিগকে সঠিকভাবে রোজা পালনের তৌফিক দান করুন। আমীন!

★

যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র জন্য তাহার জীবন (অথবা স্বার্থ) বিসর্জ্জন দিবে এবং তাঁহার ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ করিবে, যে কেবল মৌখিক নিষ্ঠাতেই পরিতৃপ্ত না হইয়া ধর্মাচরণ দ্বারা উহা প্রতিপালন করিবে, সে নিশ্চয়ই রক্ষা পাইবে (অর্থাৎ মুক্তিলাভ করিবে)। এইরূপ ব্যক্তি নিশ্চয়ই আল্লাহ্‌র নিকট হইতে পুরস্কার লাভ করিবে এবং তাহাকে কখনও ভীত বা শোকার্ত হইতে হইবে না। —কোরআন

চলতি দুনিয়ার হালচাল

মোহাম্মাদ মোস্তাফা আলী

অপরাধের স্বর্ণ যুগ : পশ্চিম সভ্যতার পরিণতি

কোন কোন পত্রিকায় শিকাগো হতে সাম্প্রতিক একটি সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে। "পশ্চিমা জগত বর্তমানে অপরাধের স্বর্ণ যুগ যাপন করছে।" বৃটেনের সাবেক এটর্নী জেনারেল লর্ড হার্টলে শক্রস অপরাধ কমিশন বিশেষজ্ঞদের সম্মুখে উপরোক্ত মন্তব্য করেছেন। তিনি আরো বলেন যে, বর্তমানে পশ্চিমা জগতের আইন অপরাধীকে বিচারের জন্য আদালতে হাজির করার চেয়ে অপরাধীর নিরাপত্তার বিধানেরই অধিক উপযোগী।

বর্তমানে অপরাধ অন্যান্য যে কোন পেশার চাইতে অধিক লাভজনক এবং অপরাধীদের প্রতি জনসাধারণের অমনোযোগ এবং পুলিশের প্রতি বিরূপতার ফলে তাহাদের পক্ষে অপরাধ মূলক কার্য চালিয়ে যাওয়া বেশ নিরাপদ বলেও তিনি উল্লেখ করেন। তিনি আরো বলেন, রাশিয়াসহ সর্বত্রই এই একই পরিস্থিতি বিরাজমান। বেতার, মোটরকার, বিমান প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে অপরাধীদের পক্ষে বাহাদুরীর সাথে চম্পট দেওয়া সহজতর হয়ে উঠেছে।

অপরাধের স্বর্ণযুগের ঢেউ পশ্চিমা জগতেই সীমাবদ্ধ আছে একথা বলা যায় না। পূর্ব-দেশ সমূহেও ঐ ঢেউ বেশ জোরেই বইতে সুরু করেছে।

এই উপলক্ষে কয়েকটি কথা বিশেষভাবে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। বর্তমান যুগকে জ্ঞান-বিজ্ঞানের যুগ বলা হয়। দেখা যাচ্ছে জ্ঞান-বিজ্ঞান মানুষকে কলুষ মুক্ত করতে পারছে না। বরং অনেক ক্ষেত্রে জ্ঞান বিজ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে অপরাধীরা তাদের কর্ম সূচীকে ব্যাপক করে তোলে। এই ইংগিত বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই উপরোক্ত সংবাদটিতে দেওয়া হয়েছে।

বর্তমান আইন কানুন সমাজ জীবন হতে শুধু অপরাধ দূর করতে অপারগই হচ্ছে না বরং ইহার শিকড়কে সমাজ দেহে দৃঢ় হতে দৃঢ়তর করে গেড়ে দিচ্ছে। দুনিয়াতে যখন এমনি অবস্থা হয় তখনই তাঁর সবচেয়ে আদরের সৃষ্টিকে সমূহ ধ্বংস হতে রক্ষা করতে পরম করুণাময় আল্লাহ্‌তালা বার্তাবাহক পাঠিয়ে থাকেন। এযুগেও তাই হয়েছে। হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ)-কে পাঠিয়েছেন পতিত মানবতাকে উদ্ধার করে সমুন্নত করতে। খোদার এই ডাকে যারা সাড়া দিবেন তারাই পূতঃ পবিত্র হয়ে উঠবেন। তারাই গড়ে তুলবেন নয়া জগত যেখানে অপরাধ থেমে যাবে বিবেকের আহ্বানে।

★

(হে মোহাম্মাদ) তাহাদিগকে বল : যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভালবাসিয়া থাক, তাহা হইলে এস, আমাকে অনুসরণ কর; তাহা হইলেই আল্লাহ্‌ তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তোমাদের পাপ মার্জ্জনা করিবেন এবং তিনি নিশ্চয়ই ক্ষমাশীল ও করুণাময়।

—কোরআন

জেহাদ ও আহ্‌মদী জমাত

আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী।

জেহাদ আরবী 'জাহাদা' শব্দ হইতে উৎপন্ন। অর্থ, প্রচেষ্টা বা সংগ্রাম। খোদার নির্দেশিত পথে সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টাকেই কোরআনের ভাষায় 'জেহাদ ফি ছাবিলিল্লাহ্' বলা হয়। সংস্কৃত যুদ্ধ শব্দটিও হয়ত 'জাহাদা' হইতে উদ্ভূত।

জেহাদ অনেক প্রকারের হইতে পারে। যেমন, আত্মশুদ্ধির জন্য সাধনা করা, কোরআনের তত্ত্ব প্রচার করা, বাক্য এবং লেখনি দ্বারা ইসলাম প্রচার করা, খোদার রাহে মাল খরচ করা এবং দুশমনের মোকাবেলায় অস্ত্র ধারণ করাকেও জেহাদ বলা হয়।

প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে সংগ্রামকে আঁ-হযরত (সাঃ) 'ওয়াল মুজাহিদু মান জাহাদা নাফছাহু' বা নফছের বিরুদ্ধে জেহাদ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। (মেশকাতুল মছাবিহ, কিতাবুল ঈমান দ্রষ্টব্য)। পাক কালামে 'ওয়াল্লাজিনা জাহাদু ফিনালানাহ্‌দিয়ান্না হুম ছুবুলানা' বলিয়া আল্লার পথে সর্বপ্রকার চেষ্টা-প্রচেষ্টা এবং সাধনাকেই জেহাদ আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। পবিত্র কোরআনে 'তুজাহেদুনা ফি ছাবিলিল্লাহি বি আমওয়ালিকুম ওয়া আনফুছিকুম' বা আল্লার পথে সম্পদ এবং জীবন দ্বারা সংগ্রামকে উৎকৃষ্ট জেহাদ বলা হইয়াছে।

ইছলাম, ধর্মপ্রচারে সর্বপ্রকার অস্ত্রের ব্যবহার নিষিদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' বা 'ধর্মে বল প্রয়োগ নাই' বাণীতে এই সত্যকে জগতের সম্মুখে পেশ করা হইয়াছে। তবে মুছলমানগণ যদি কখনও অস্ত্রের দ্বারা আক্রান্ত হন, তখন অস্ত্রের মোকাবিলা অস্ত্রের দ্বারা, শক্তির জওয়াব শক্তির দ্বারা দিতে হইবে। এই বিষয়ে পাক কালামে ইরশাদ হইয়াছে, 'উজিনাল্লাজিনা ইউকাতিলুনা বি আন্না হুম জুলিমু ওয়াইন্নাল্লাহা আলা নাছরিহিম লা কাদির।' অর্থাৎ—মুমিনগণ অত্যাচারিত হওয়ার পর তাহাদিগকে যুদ্ধ করার হুকুম দেওয়া হইল, আল্লাতা'লা তাহাদিগকে সাহায্য করিতে সক্ষম। (সুরা হজ, ৪০ আঃ)

আহ্‌মদী জমাত, হযরত মসীহ্ মাওউদ আখেরুজ্জমানের প্রতিষ্ঠিত জমাত। মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর আবির্ভাব হইয়াছিল সর্বপ্রকার বাতিল আর বেদাতের বিনাশ সাধন এবং সত্য ইছলামের পুনরুদ্ধারের জন্য। তিনি কোন নূতন ব্যবস্থা নিয়া আগমণ করেন নাই। তিনি আসিয়াছিলেন আঁ-হযরত (সাঃ)-এর সেবক এবং কোরআনের শিক্ষার হেফাজতকারীরূপে। তিনি বলিয়াছেন, "যে ব্যক্তি কোরআনের সাত শত আদেশের মধ্যে একটি ক্ষুদ্র আদেশকেও অমান্য করে সে নিজের হাতে মুক্তির দরওয়াজা বন্ধ করিয়া দেয়।"—(কিশতিয়ে নূহ)। অতএব, জেহাদ সম্বন্ধে কোরআনের শিক্ষাই হইল আহ্‌মদী জমাতের আদর্শ। মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ধর্ম প্রচারে তলোয়ারের ব্যবহার অবৈধ বলিয়া প্রচার করিয়াছেন, কেননা তাঁহার আগমনের একটি প্রধান উদ্দেশ্যই হইল, 'ইয়াজাউল হারবা' বা 'যুদ্ধ রহিত করণ।' তবে মসীহ্ মাওউদ (আঃ) ইহাও বলিয়াছেন যে, "আল্লাহ্‌তা'লা আমাদিগকে নির্দেশ দিয়াছেন যে, কাফিরদের মোকাবেলায় আমাদিগকে সেইরূপ প্রস্তুত থাকিতে হইবে; যেরূপ তাহারা তৈয়ার হয়, এবং যতক্ষণ আমাদের উপর অস্ত্রের আঘাত না হানে ততক্ষণ পর্য্যন্ত আমরাও যাহাতে অস্ত্র ব্যবহার না করি।" —(হকিকাতুল মাহ্‌দী, ১৯ পৃঃ)।

জমাতে আহ্‌মদীয়ার দ্বিতীয় খলিফা হযরত মীর্যা বশিরউদ্দীন মাহ্‌মুদ আহ্‌মদ (রাঃ) বলিয়াছেন,-

(ক) "এখন অবস্থা অন্য প্রকার, এখন যদি পাকিস্তানের সঙ্গে অন্যকোন দেশের যুদ্ধ হয় তাহা হইলে আমাদিগকে রাষ্ট্রের পক্ষে যুদ্ধ করিতে হইবে এবং সরকারের সহযোগীতায় আমাদিগকে যুদ্ধ চালাইতে হইবে।" (রিপোর্ট, মজলিসে মশাবেরাত, ১৯৫০ ইং ১২ পৃঃ)।

(খ) "কখনও যদি জেহাদের সুযোগ আসে অথবা রছুল করীম (সাঃ)-এর এই দির্দেশ 'মান কুতিলাদুনা মালিহী ওয়া ইরজিহী ফাহুয়া শাহিদুন' (নিজের মাল এবং ইজ্জত রক্ষা করিতে যাইয়া যে মৃত্যু বরণ করে সেও শহীদ) মোতাবেক আমাদিগকেও আমাদের দেশ, সম্পদ এবং সম্মানের রক্ষণাবেক্ষণের জন্য ত্যাগ স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে আমরা ঐ ক্ষেত্রেও সব চাইতে উৎকৃষ্ট আদর্শ প্রদর্শন করিব।"—(ঐ, ১৫ পৃঃ)।

খোদার ফজলে আহ্‌মদী জমাত বর্তমান পাক-ভারত সংঘর্ষে জান-মালের কুরবানীর ক্ষেত্রে আদর্শ স্থাপন করিয়াছে এবং ভবিষ্যতেও সকল প্রকার কুরবানীর জন্য প্রস্তুত রহিয়াছে। প্রকাশ থাকে যে, জেহাদ কেবল যুদ্ধক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধ নহে। সৈনিককে যেমন জেহাদ করিতে হইবে অস্ত্র দ্বারা, তেমনি কৃষককে জেহাদ করিতে হইবে তাহার লাঙ্গল দ্বারা, আর লেখক সম্প্রদায়কে কলম দ্বারা এবং অন্যান্যদিগকে নিজ নিজ ক্ষেত্রে। আল্লাহ্‌তায়ালা পাকিস্তানের হেফাজত করুন এবং ভারতের মুশরেকদিগকে সুমতি দান করুন। আমীন!

★

কাশ্মীরের কাহিনী

য. আ. দ্বারা লিখিত

সাপ্তাহিক 'লাহোর, পত্রিকা হইতে অনুদিত

[কাশ্মীরের ইতিহাসের কয়েকটি গোপন পাতা]

(পূর্ব প্রকাশিতের পর)

প্রতাপ পত্রিকা ঘোষণা করিল :

বিশ্বস্ত সূত্রে প্রকাশ জম্মুর সাম্প্রদায়ীকতা প্রিয় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ মহারাজা সমীপে রিপোর্ট দিয়াছেন যদি এই দুষ্ট প্রকৃতি মুসলমানদের বিরুদ্ধে শীঘ্র কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা না হয়, তাহা হইলে পরিণাম বিশেষ খারাপ হইবে। এই প্রসঙ্গে আরও প্রকাশ যে, কাশ্মীর সরকার পাঞ্জাবের কতিপয় দুষ্টমনা সংবাদ-পত্রের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে মনস্থ করিয়াছেন এবং এ বিষয়ের কাগজ পত্রাদি তৈয়ার করা হইতেছে।

রাজ্য সরকারের সৃষ্ট ঘটনা সমূহের জন্য বিপদাশঙ্কা দেখা দিল। ইহার জন্য যে কোন সময়ে যুদ্ধের ডংকা বাজিয়া উঠিতে এবং স্বাধীনতা অর্জনের জন্য স্থায়ী যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া যাইবে। পরিণামে তাহাই হইল।

স্থায়ী যুদ্ধের দামামা

১৯৩১ সনের ১৩ই জুলাই তারিখে শ্রীনগর জেলে মিঃ আবদুল কাদেরের মোকদ্দমার তারিখ ছিল। মোকদ্দমার জবানবন্দি শুনিবার জন্য হাজার হাজার মুসলমান জমা হইল। রাজ্য-পুলিশ মুসলমান জনতার উপর গুলি চালনা করিল। ফলে একুশজন মুসলমান শহীদ হইল এবং শত শত জন আহত হইল। শ্রীনগরের মুসলমানগণ এই ঘটনার সংবাদ রাজ্যের বাহিরে নিজ সমবেদনাকারীদের নিকট পাঠাইতে চাহিল; কিন্তু সেনসারের কঠোরতার জন্য সম্ভবপর হইল না। সুতরাং অবিলম্বে শিয়ালকোটে প্রতিনিধি পাঠাইয়া দেওয়া হইল এবং শিয়ালকোট হইতে টেলিগ্রাম যোগে বিস্তারিত সংবাদ সেই মহলে মহাপুরুষের খেদমতে জানান হইল। তিনি কালবিলম্ব না করিয়া মহামান্য ও ভাইসরায় মহোদয়কে টেলিগ্রাম করিয়া জানাইলেন যে, মহারাজা তাঁহার অতি সাম্প্রতীক এক ঘোষণায় নিজ মুসলমান প্রজা সাধারণকে নানাভাবে ভীতি প্রদর্শন করেন এবং তাহার পর এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় ইহাই প্রমাণিত হইতেছে যে, এ সমস্তই ষড়যন্ত্রমূলক। তিনি এই টেলিগ্রাম দ্বারা কাশ্মীরবাসীর যাবতীয় অভাব অভিযোগের বিষয় বিস্তারিতভাবে জানাইলেন। তিনি ভাইসরায়কে এই টেলিগ্রামে আরও জানাইলেন যে, অন্যান্য প্রদেশের ন্যায় পাঞ্জাবের মুসলমানগণও কাশ্মীরের মুসলমানদের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচার সহ্য করিবে না। যদি ভারত সরকার কোনরূপ হস্তক্ষেপ না করেন তবে আশঙ্কা করা যায় মুসলমানগণ এই চরম অত্যাচারের কাহিনী শ্রবণে ধৈর্য ধারণে অক্ষম হইয়া গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানে বিরত থাকিতে পারে।

এই টেলিগ্রামের মর্ম সমস্ত সংবাদ পত্রেও পাঠান হইয়াছিল। ফলে মুসলীম সংবাদপত্র সমূহে ইহার সমর্থনে আরও প্রবন্ধ প্রকাশিত হইতে লাগিল এবং এই সঙ্গে সভা সমিতিতে প্রস্তাবাদি পাশ করিয়া তাহার নকল সকল সংবাদপত্রে প্রকাশ করা হইতে লাগিল এবং ঐ সকল সংবাদপত্র অফিসারদের নিকটও পাঠান যাইতে লাগিল। কোন বিদ্বেষ পরায়ণ সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান যে ভুল সংবাদ পরিবেশন করিয়াছিল তাহার প্রতিবিধান করিয়া সকল মুসলীম পত্রিকা সত্য ঘটনা জনসাধারণের নিকট ফাঁস করিয়া দিল। এমন কোন পত্রিকা ছিল না যাহাতে কাশ্মীরের ঘটনার আলোচনা না হইল।

পুনরায় ১৬ই জুলাই তারিখে গুলি চলে এবং তাহাতে একজন মুসলমান শাহাদত বরণ করে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের হৃদয়ে এ সময় উত্তেজনার যে ঢেউ বহিয়াছিল তাহার পরিমাণ মৌলানা মোহাম্মাদ ইয়াকু তাহেরের এই কবিতা হইতে পাওয়া যায়। তখনকার সময়ে এই কবিতা বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করে এবং প্রত্যেক সভা সমিতিতে ইহা পাঠ করা হইত।

"সাবধান, হে বিপদগ্রস্ত মুসলমান! সাবধান হও; মরণ-বিদ্যুৎ চমকাইতেছে, খোদার ওয়াস্তে চাহিয়া দেখ। কাশ্মীরের আঁচল আজ রক্ত-রঞ্জিত; আর তোমরা অলস নিদ্রায় মগ্ন; ধিক তোমাদিগকে। তোমার শক্তির সম্মুখে মারহাবও মাথা নত করিয়াছিল, খায়বরের দ্বার তোমার বাহু বলে চূর্ণবিচূর্ণ হইয়াছিল, রাজ রাজ্যেশ্বরগণের সিংহাসন তোমার ভয়ে কম্পমান ছিল। তোমার নিশ্বাসে রোম এবং পারস্য সম্রাট ছিন্নভিন্ন হইয়া পড়িয়াছিল, আজ তোমার ধমণীর রক্তে কেন চাঞ্চল্য নাই? ফারুকে আজমের বীরত্ব আজ কেন লুক্কায়িত? হীন প্রবৃতিসম্পন্ন শত্রুর নমরুদ স্বাদৃশ্য অহঙ্কার দেখ। গুলির আঘাত বক্ষ-পিঞ্জর বিদীর্ণ করিয়াছিল; অত্যাচারী ভারতের অত্যাচার অবলোকন

করিয়া হিংস্র নেকড়ে বাঘও হতচকিত। জবাই করা পশুর মৃত্যু-স্পন্দন এক রক্তাক্ত দৃশ্যের ছবি তুলিয়া ধরিল।

অত্যাচারীর অত্যাচারে অন্তঃকরণ জর্জরিত হইয়া গিয়াছে।

হে শোক দুঃখের শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত বন্দি! যদি তুমি পৃথিবীর বুকে বাঁচিয়া থাকিতে চাও, তবে নিজ শৌর্য্য বীর্য্যে কৃতিত্ব প্রদর্শণ কর। বন্দিশালার অর্গল ভাঙ্গিয়া স্বাধীনতার নিঃশ্বাস গ্রহণ কর। প্রেমের অস্ত্র দ্বারা শত্রুতার মুলোৎপাটন কর। যাদুকরের বেশে শত্রু যদি তোমার সম্মুখে আসে মুসার লাঠির আঘাতে দুনিয়ার মায়াজাল ছিন্ন কর। রাজ-রাজেশ্বরের গর্বিত পতাকা ধুলায় মিশাইয়া পৃথিবীর দিকে দিকে পুনরায় নিজ প্রভাব প্রতিপত্তি বিস্তার কর।

(ক্রমশঃ)

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ

★

হযরত খলিফাতুল মসীহ্ সানী (রাযিঃ)-এর নির্দেশ

কোরআন শরীফের দোয়া সমূহ, রাসুলে করীম (সাঃ)-এর নির্দ্দেশিত দোয়া সমুহ এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আঃ)-এর এলহামী দোয়া সমূহ বিশেষ গুরুত্ব ও মনোযোগের সহিত পড়িলে উত্তম ফল লাভ সুনিশ্চিত।

সুতরাং এই দুর্যোগপূর্ণ দিনগুলিতে ঐ সকল দোয়ার উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। সমবেত ও সমষ্টিগত ভাবেও দোয়া করার উপরও জোর দেওয়া উচিত। সমষ্টিগতভাবে দোয়া করার উপর গুরুত্ব আরোপ করিলে লাভ এই হয় যে, যাহারা দুর্বল তাহারাও এই প্রকারে দোয়াতে অংশ গ্রহণ করে এবং তাহারাও দোয়াতে উদ্বুদ্ধ হয়। ফলে সকলের দোয়ার মধ্যে এরূপ আবেগ এবং একাগ্রতা সৃষ্টি হইয়া যায় যাহা তাহাদের দোয়াকে গ্রহণযোগ্য করিয়া তোলে।

সমবেত দোয়া একদিকে দুর্বল ব্যক্তিদিগকে অধিকতর পূণ্যলাভে সাহায্য করে এবং অপর দিকে তাহাদের এই দোয়ার ফলে জাতি উন্নতি করে। দোয়া মানুষের জীবনে ব্যক্তিগত সম্বন্ধের দিক দিয়া একটি এবাদত এবং উহা দ্বারা আল্লাহ্‌তায়ালা হইতে এরূপ পূণ্য লাভ হয় যেরূপ এবাদতের ফলে মানুষ তাঁহার নিকট হইতে লাভ করে। তেমনিভাবে, দোয়া যখন জাতি এবং দেশের কল্যাণার্থে করা হয় তখন নিশ্চয় জাতি এবং দেশের কল্যাণ সাধিত হয়।

অনুবাদক—আহ্‌মদ সাদেক মাহ্‌মুদ

।। সওয়াল ও জওয়াব ।।

আবু তবশির সেলবর্ষী।

প্রশ্ন ঃ—মীর্যা সাহেব পঞ্চাশ খণ্ডে বরাহিনে-আহ্‌মদীয়া গ্রন্থ প্রণয়ণের ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন, কিন্তু পাঁচ খণ্ড প্রকাশ করেই ঘোষণা করলেন যে, পাঁচ খণ্ডেই পঞ্চাশ খণ্ডের ওয়াদা পূরণ হয়েছে। কারণ পাঁচ এবং পঞ্চাশ নাকি একই, পার্থক্য শুধু একটা অর্থ হীন শূন্যের। (বরাহীনে আহ্‌মদীয়া, ৫ম খণ্ড, ভূমিকার ৭পৃঃ)। ইহা কি প্রহশন নয়? কোন মামুর মিনাল্লার পক্ষে কি এরূপ কথা বলা সম্ভব?

উত্তর ঃ—হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদ (আঃ) তাঁর দাবীর পূর্বে ইছলামের সমর্থনে পঞ্চাশ খণ্ডে বারাহীনে আহ্‌মদীয়া গ্রন্থ প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, কিন্তু চার খণ্ড প্রকাশের পর আল্লাতা'লা তাঁকে মাহ্‌দী ও মসীহ্‌রূপে মনোনীত করেন। এই বিরাট দায়িত্ব অর্পনের পর তিনি ইছলামের স্বপক্ষে ভিন্ন ভিন্ন নামে ৮০ খানা পুস্তক রচনা করেন। এই মহান কর্তব্য পালনে অবশিষ্ট জীবন ব্যস্ত থাকায় তাঁকে নিজের ব্যক্তিগত ইচ্ছা ত্যাগ করে খোদার ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে হয়। কিন্তু পূর্ব ওয়াদাকে স্মরণ রেখে সকলের অবগতির জন্য তাঁর ছাদাকাতের প্রমাণ হিসাবে পরবর্তীকালে বরাহীনে আহ্‌মদীয়া ৫ম খণ্ড প্রকাশ করেন। এই খণ্ডের অন্য নাম 'নুছরতুল হক'। এখন আপনার এতেরাজ 'পাঁচ কি করে পঞ্চাশ হল'? তার জবাব শুনুন। হযরত মসীহে, মাওউদের (আঃ) সমস্ত জীবন ছিল আল্লা এবং তাঁর শ্রেষ্ঠ নবী হযরত মোহাম্মাদের (সাঃ) শিক্ষার উপর প্রতিষ্ঠিত। তাঁর জীবনের এমন কোন কার্য বা বাক্য খোঁজে পাওয়া যাবে না যা কোরআন এবং সুন্নাহ্‌ সমর্থন না করে। হযরত মসীহে, মাওউদের (আঃ) এই জবাব থেকে তাঁর ছাদাকাত এবং আল্লা ও রছুলের (সাঃ) শিক্ষা সম্বন্ধে তাঁর অসীম জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। ছহী বোখারীতে বর্ণিত আছে যে, আল্লাতালা প্রথমে উম্মতে মোহাম্মদীয়ার জন্য পঞ্চাশ অক্ত নামায ফরজ করে ছিলেন, কিন্তু নবী করীমের (সাঃ) অনুরোধে তিনি পঞ্চাশকে কমিয়ে পাঁচ অক্ত ধার্য করেন এবং ঘোষণা করেন যে, "হিয়া খামছুউ ওয়া হিয়া খামছুনা লা ইউবাদ্দালুল কাউলু।" অর্থাৎ, ইহা পাঁচ ও বটে আর পঞ্চাশও বটে কেননা আল্লার বাক্যের কখনও পরিবর্তন হয় না।' (কিতাবুছ ছালাত, রাব, - ১)। দেখুন, আল্লাতালা পঞ্চাশ অক্তকে পাঁচ অক্ত করে তাঁর ওয়াদা কিরূপে ঠিক রেখেছেন। মসীহ্‌, মাওউদ (আঃ)-ও পঞ্চাশ খণ্ডের পরিবর্তে পাঁচ খণ্ড প্রকাশ করে অনুরূপভাবে তাঁর ওয়াদাকে পূর্ণ করেছেন। দেখুন, আল্লা এবং তাঁর মামুরের বাক্যে কি চমৎকার সাদৃশ্য। ইহা কি হযরত মীর্যা গোলাম আহ্‌মদের (আঃ) সত্য দাবীকারক হওয়ার পরিচয় নহে?

'অনন্তর সকল প্রশংসা সর্বজগতের প্রতিপালক আল্লারই জন্য।'

★

আকাশ ও পৃথিবীর প্রত্যেক অনুপরমাণু আল্লার পবিত্র নাম ও মহিমা ঘোষণা করিতেছ—কোরআন।

॥ দুইটী হাদিস ॥

[হযরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) হইতে বর্ণিত]

দুনিয়া

একদা হুজুর আকদস (সাঃ) বলিলেন, "আমি কি তোমাদিকে দুনিয়ার রহস্য দেখাইব, উত্তরে বলিলাম অনুগ্রহ করুণ। হুজুর আকদস (সাঃ) আমাদিগকে সঙ্গে করিয়া মদিনার প্রান্তে একটি আবর্জনাপূর্ণ স্থানে উপস্থিত হইলেন। তথায় মানুষের মাথার চারিটি খুলি, কতকটা বিষ্ঠা, কিছু জীর্ণ বস্ত্র এবং কিছু সংখ্যক হাড় বিক্ষিপ্ত অবস্থায় পড়িয়াছিল। প্রিয় নবী (সাঃ) বলিলেন, হে আবু-হোরায়রা! অনুধাবন কর; এই মানুষের খুলির মস্তীষ্ক তোমাদের জীবিতদের ন্যায় এক সময় দুনিয়ার লোভ লালসা পোষণ করিত এবং তোমরা যেভাবে আশা আকাংখা করিয়া থাক, তদ্রূপ তাহারাও কোন সময় আশা আকাংখা পোষণ করিত। আজ ইহা এই চর্ম-মাংসহীন অবস্থায় পড়িয়া আছে। আবার আগামী কাল ইহা মৃত্তিকায় পরিণত হইবে।

এই বিষ্ঠা নানা রংগের খাদ্য ছিল, যাহা বহু পরিশ্রম সহকারে উপার্জন ও সংগ্রহ করতঃ খাদ্য তৈয়ার করিয়া আহার করিয়াছিল, অথচ আজ এই অবস্থায় পড়িয়া আছে এবং লোকে ঘৃণায় ইহা হইতে দূরে পলায়ন করে। সেই তৃপ্তিদায়ক খাদ্য সামগ্রী যাহার লোভনীয় সুঘ্রাণ মানুষকে দুর হইতে আকৃষ্ট করিত আজ তাহার এই পরিণাম এবং দুর্গন্ধে মানুষ ইহাকে ঘৃণা করিয়া থাকে।

এই জীর্ণ বস্ত্র খণ্ডগুলি সেই সৌন্দর্য্যময় পরিচ্ছদ যাহা লোকে সঙ্গে ধারণ করিয়া গর্ব অনুভব করিতেছিল। আজ তাহা বায়ুদ্বারা ইতস্ততঃ সঞ্চালিত হইতেছে। এবং হাড়গুলি সেই সমস্ত ঘোড়ার, মানুষ যাহার পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া গর্বিতভাবে পৃথিবীময় বিচরণ করিত। সুতরাং এই সমস্ত অবস্থা (এবং ইহার শোচনীয় পরিণাম) দৃষ্টে যাহারা অনুতপ্ত, তাঁহারা অনুতাপ করুক।

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেছেন যে, এতদশ্রবণে আমরা অনেকক্ষণ রোদন করিলাম এবং আস্তাগফার পাঠ করিলাম।

করুণার মুর্ত্তি

হযরত আবু হোরায়রা (রাঃ) বলিতেছেন যে, জনৈকা কুৎশিত মহিলা প্রত্যহ মসজিদ পরিষ্কার করিত। কিন্তু হুজুর (সাঃ) কিছুদিন পর্যন্ত তাহাকে দেখিতে না পাইয়া সকলকে তাহার সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করিলেন। উত্তরে সকলে জানাইলেন যে, মহিলাটি মারা গিয়াছে। হযরত (সাঃ) বলিলেন যে, তোমরা আমাকে জানাও নাই কেন? আমাকে তাহার কবরের সন্ধান দাও এবং কবরের সন্ধান লইয়া তিনি (সাঃ) তাহার জানাজা পাঠ করিলেন।

(সাপ্তাহিক লাহোর পত্রিকার সৌজন্যে)

অনুবাদক—চৌধুরী শাহাবুদ্দিন আহ্‌মদ

★

।। রমজানের রোজা ।।

মুহম্মদ আতাউর রহমান

"হে ইমানদারগণ, তোমাদের জন্য রোজা বিধিবদ্ধ করা হইল যেমন তোমাদিগের পূর্ববর্তীগণের জন্য বিধিবদ্ধ করা হইয়াছিল যাহাতে তোমরা মুত্তাকী (শুদ্ধচিত্ত পুণ্যময় জীবনের অধিকারী) হইতে পারে।"

কোরআন শরীফ, ২ঃ ১৮৩

আমাদের মেহেরবান, মঙ্গলময় এবং পূর্ণজ্ঞানের অধিকারী স্রষ্টা আমাদেরই মঙ্গলের জন্য যে সমস্ত আদেশ জারি করিয়াছেন তন্মধ্যে রমজান মাস ব্যাপিয়া দিবা-ভাগে রোজা অর্থাৎ হালাল পানাহার হইতে বিরত থাকার আদেশ অন্যতম। আমাদের পূর্বেকার জাতিগুলির জন্যও রোজার বিধান ছিল, তাই বলা যায় মানবজাতি প্রাচীনকাল হইতে রোজা বা অনুরূপ উপবাসের উপকারিতা সম্বন্ধে পরিচিত।

কর্মমুখর দিনের মধ্যে ঘণ্টার পর ঘণ্টা যায়, দারুণ গ্রীষ্মের উত্তাপ এবং শ্রমের চাপ রোজাদারকে হয়তঃ পানাহারের জন্য চঞ্চল করে ; কিন্তু ভক্ত খোদার আদেশ লংঘণ করে না, এই আদেশানুবর্তীতা মানুষকে জীবন সংগ্রামে অটল, অজেয় করে। রোজার উদ্দেশ্য [end] মানুষকে অন্তরে বাহিরে শুদ্ধ, পবিত্র করা এবং খোদা মিলনের পথে লইয়া যাওয়া।

* * *

আজ মানবজাতি আনবিক যুদ্ধের মুখোমুখি। তাহার নিশ্চিহ্ন হইয়া যাওয়া মুহূর্তের ব্যাপার। তার কারণ মানুষ তাহার পরমহিতৈষী খোদাকে ভুলিয়াছে, তাঁহার আদেশ লংঘণ করিয়া দেহের সম্ভোগের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী সঞ্চয় মানসে দুনিয়াকে জাহান্নাম বানাইয়াছে, আপন ভাই-এর রক্তে—আপন বিশ্ব-পিতার প্রিয় সন্তানের রক্তে পৃথিবী রঞ্জিত করিতেছে। কিসের নেশায় সে সুমেরু হইতে কুমেরু, আকাশ হইতে পাতাল, স্থল হইতে মহাশূন্য চষিয়া বেড়াইতেছে ? এবং উক্ত পথে চলা কষ্টকে সে কষ্টই মনে করিতেছে না ? কেবল কষ্ট মনে করে আল্লাহ্‌র পথে চলিতে।

নারী ব্যবসায়, শিশু অপহরণ, চুরি, ডাকাতি, মতভেদ কারণে হয়রানী, পরনিন্দা, জুয়া, মদ্যপান, মিথ্যা, ছল, চাতুরী, গরীবের প্রতি উদাসীনতা—এ সবের কোন্‌টীতে খোদার মন্‌জুরী রহিয়াছে ? রোজা এবং নামাজ বিহীন দেশে (ইউরোপ, আমেরিকায়) খোদার মন্‌জুরী বিহীন পাপাচার চলিতে পারে ; কিন্তু নামাজ রোজা ওয়ালা দেশে এই সব সম্ভবে কিরূপে ? ভাবিলে স্তম্ভিত হইতে হয় ! নৈরাশ্য আসে। কিন্তু নৈরাশ্য দূর করুণ। বিশ্ব-ধর্ম ইস্‌লাম এইবার দুনিয়ায় সুপ্রতিষ্ঠিত হইবে। খোদার সকল আদেশ জারী হইবে। বিশ্ব-নবী মোহাম্মাদ (সাঃ)-এর প্রতিশ্রুত মসীহের সহযোগীতা করুন। দুনিয়ায় আল্লাহ্‌র আদেশ জারী হওয়ার কাজ ত্বরান্বিত হইবে। দুনিয়ার অশান্তি, অবিচার, খুনখারাবীর বদলে জাগিবে খোদা-মিলনের বাসনা, মানুষে মানুষে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনের ব্যাকুলতা।

আল্লাহ্‌র আদেশ পালনের কষ্ট, অসুবিধা এবং অপমান সহিতে হইবে। বিশ্ব নবী মোহম্মাদ (সাঃ)-এবং তাঁহার প্রতিশ্রুত মসীহের "ইস্‌লাম প্রচার" সংগ্রাম জোরদার করিতে হইবে, কেননা বিশ্ব-শান্তি আজ বিপন্ন।

রমজানের প্রত্যেকটি প্রহর হইবে এই পবিত্র সংগ্রামের প্রস্তুতি।

★

জলসার সংবাদ

অন্যান্য বৎসরের ন্যায় এবারও অতি সাফল্যের সহিত রাবওয়ার বাৎসরিক জলসা গত ১৯ শে, ২০ শে ও ২১ শে ডিসেম্বর অনুষ্ঠীত হইয়াছে। আলহামদুলিল্লাহ্‌। পশ্চিম পাকিস্তানের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে দলে দলে আহ্‌মদীয়া জমাতের ৭০ হাজারের অধিক সদস্য যোগদান করেন। বিদেশ হইতে যেমন আফ্রিকা, ইউরোপ, আমেরিকা ও আরবদেশ সমূহ হইতে বহু আহ্‌মদী ভাই যোগদান করিয়াছেন। স্যার মোহাম্মাদ জাফরুল্লাহ্‌ খাঁ সাহেবও বিদেশ হইতে আসিয়া জলসায় যোগদান করেন।

পূর্ব-পাকিস্তান হইতে প্রাদেশিক আমীর জনাব মৌলবী মোহাম্মাদ সাহেব এবং সদর মুরব্বী জনাব মৌলবী মুহিবুল্লাহ্‌ সাহেব জলসায় যোগদান করিয়াছেন।

জলসার সমাপ্তি দিবসে হযরত খলিফাতুল মসীহ্‌ সালেস (আইঃ) বলেন যে, আমাদিগকে দ্বিগুণ উৎসাহ ও উদ্দিপনার সহিত বহিরদেশে ইসলামকে জয়যুক্ত করার জন্য প্রচারকার্যে নিয়োজিত হইতে হইবে।

★

'Al-Bushra'

Illustrated Quarterly Journal in Arabic.

Published by:

Al-Jamia Ahmadiyya, Rabwah,
West Pakistan.

ARTICLES CONTRIBUTED BY
EMINENT WRITERS OF THE ARAB WORLD

Annual Subscription:
Pakistan Rs. 5·00
Other Countries—Sh. 10/0-
—Post Free—

The East African Times

AN ENGLISH LANGUAGE MAGAZINE

Published fortnightly in

KENYA

on

CULTURAL, SOCIAL, RELIGIOUS, EDUCATIONAL POLITICAL AND CONTEMPORARY AFFAIRS OF KENYA and E. AFRICA.

Annual Subscription Sh. 10/-

Write to

P. O. Box 554
NAIROBI, KENYA

খ্রীষ্টানদিগের নিকট প্রচার করিতে হইলে এবং অন্যান্য বিষয় জানিতে হইলে পাঠ করুন ঃ

১।	খ্রীষ্টান সিরাজউদ্দীনের চারি প্রশ্নের উত্তর :	লিখক—	হযরত গোলাম আহ্‌মদ (আ:)
২।	খ্রীষ্টান ভাইদের উদ্দেশ্যে নিবেদন :	,,	মৌলবী মোহাম্মাদ বি. এ.
৩।	মৌজুদা ইছাইয়ত কা তারেফ (উর্দ্দু)	,,	মৌলানা আবুল আতা জলন্ধরী
৪।	Jesus live up to the old age of 120	,,	মৌলানা জালালউদ্দীন শামছ্‌
৫।	সুসমাচার	,,	আহ্‌মদ তৌফিক চৌধুরী
৬।	যীশু কি ঈশ্বর ?	,,	,,
৭।	ভূস্বর্গে যীশু	,,	,,
৮।	বাইবেলে হযরত মোহাম্মাদ (সা:)	,,	,,
৯।	বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচার	,,	,,
১০।	আদি পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত	,,	,,
১১।	ওফাতে ইছা ইবনে মরিয়াম	,,	,,
১২।	যীশুর জন্ম কি ২৫শে ডিসেম্বরে ?	,,	,,
১৩।	বিশ্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ (যন্ত্রস্থ)	,,	,,
১৪।	হোশান্না ,,	,,	,,
১৫।	ইমাম মাহদীর আবির্ভাব	,,	,,

ইহা ছাড়া জমাতের অন্যান্য পুস্তকও পাওয়া যায়।

প্রাপ্তিস্থান :
এ. টি. চৌধুরী
২০, ষ্টেশন রোড, ময়মনসিংহ

Published & Printed by Md. Fazlul Karim Mollah at Zaman Printing Works
For the Proprietors, East Pakistan Anjuman Ahmadiyya, 4, Bakshibazar Road, Dacca—1
Phone No. 83635
Editor : A. H. Muhammad Ali Anwar.